DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ২১ সংখ্যা : ৮৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৫
DOI: 10.58666/iab.v21i84

Journal of Islamic Law and Justice
مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ২১ সংখ্যা : ৮৪

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০২৫

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

অলংকরণ : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১৫০ টাকা US $ 10

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 150 US $ 10

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা, পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মো. ইকবাল হোছাইন
দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেসর ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: 237(1)) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ জার্নালে তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago এর notes & bibliography পদ্ধতি অবলম্বনে উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৬

শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শরঈ হুকুম : হানাফী ফিকহের আলোকে একটি বিশ্লেষণ... ০৯
মোস্তফা মনজুর
মোঃ আছেম উল্লাহ ইয়াছের

বাংলাদেশে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ও প্রি-ইমপ্লান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে শিশুর লিঙ্গ নির্বাচন : একটি নৈতিক ও আইনি পর্যালোচনা.....৩৫
কামরুজ্জামান

যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসনের রূপরেখা.....৫৭
মুহাম্মদ হামিদুর রহমান

বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত বিধান ও শরয়ি নীতিমালা একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৮৯
মোঃ ছিদ্দিকুল্লাহ

কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা : ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ... ১১৯
আহমদ রেযা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রহমতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৮৪তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এবারের সংখ্যায় সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এ সংখ্যায় প্রবন্ধগুলো আমাদের সময়ের নৈতিক, আইনগত ও আর্থিক সংকটসমূহ থেকে উত্তরণে ইসলামি নির্দেশনার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিফলন এবং আধুনিক রাষ্ট্র, সমাজ ও বিশ্বায়নের যুগে আইন কেবল শাস্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি মানুষের চরিত্র, সামাজিক ভারসাম্য এবং নৈতিকতার ধারক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শরঈ হুকুম: হানাফী ফিকহের আলোকে একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে রাসূল অবমাননার শরঈ হুকুম বিষয়ে হানাফী ফিকহের আলোকে রাসূল ﷺ-এর ধর্মীয় মর্যাদা ও এ মর্যাদা ক্ষুণ্নকারীর শাস্তি সম্পর্কে একাডেমিক আলোচনার মাধ্যমে একটি দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হানাফী ফিকহ রাসূল ﷺ-এর প্রতি অবমাননাকর আচরণকে গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছে। তবে শাতিমের তাওবার (প্রায়শ্চিত্ত) গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ফকিহদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী মতামত পরিলক্ষিত হয়। ফিকহি যুক্তি ও ঐতিহাসিক মতপার্থক্য পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে ইসলামি আইন সামাজিক স্থিতিশীলতা ও রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা রক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দেয়। একইসাথে তাওবা গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করে গবেষণাটি ইসলামের বিচারিক ঐতিহ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক বৈচিত্র্যও তুলে ধরেছে। ফলে আলোচনাটি কেবল একটি বিধান ব্যাখ্যা নয়; বরং ইসলামি আইনের দর্শন–মর্যাদা, শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পারস্পরিক সম্পর্কের বলিষ্ঠতা প্রমাণ করেছে।

'বাংলাদেশে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ও প্রি-ইমপ্লান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে শিশুর লিঙ্গ নির্বাচন: একটি নৈতিক ও আইনি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির মাধ্যমে শিশুর লিঙ্গ নির্বাচন বিষয়ে সমসাময়িক ইসলামি গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি মানুষের জীবনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করলেও তা নতুন নৈতিক প্রশ্নও সৃষ্টি করছে। এ গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, শরিয়াহ নীতির আলোকে শর্তসাপেক্ষ অনুমতি, পারিবারিক সম্পর্কের বৈধতা, আল্লাহর ইচ্ছার

প্রতি নির্ভরতা এবং অপব্যবহার প্রতিরোধের বিধানসমূহ প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারের ভিত্তি হতে পারে। মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের নীতিমালার তুলনা করে বাংলাদেশের জন্য একটি শরিয়া-সমন্বিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর প্রস্তাব এই আলোচনাকে বাস্তব নীতিনির্ধারণের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি শরীআহ প্রযুক্তিকে ধারণ করে তবে তা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণমুখী করে।

'যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসনের রূপরেখা' শীর্ষক প্রবন্ধটি যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসন বিষয়টি আলোচনা মাধ্যমে যাকাতভিত্তিক সমাজকাঠামোতে সামাজিক ন্যায়বিচারের বাস্তব প্রয়োগ তুলে ধরেছে। যাকাত কেবল দান নয়; এটি একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পথশিশুদের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার পরিবর্তে পরিকল্পিত পুনর্বাসনের রূপরেখা দেখাচ্ছে যে, ইসলামি অর্থনীতি সাময়িক সহায়তার চেয়ে টেকসই মানবিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধান, শিক্ষা ও নাগরিক সুবিধার মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দারিদ্র্য বিমোচনে একটি কার্যকর মডেল উপস্থাপন করে।

'বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত বিধান ও শরঈ নীতিমালা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে সামনে এনেছে। আইন ও বিধি থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবন্ধটি দেখিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নৈতিক দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। ইসলামি অর্থনৈতিক নীতিতে সম্পদ কেবল ব্যক্তিগত অধিকার নয়, বরং আমানত; ফলে আত্মসাৎ কেবল অপরাধ নয়, বিশ্বাসভঙ্গ। আধুনিক আইনে যেখানে শাস্তি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকর হয়, ইসলামি নীতিতে অন্তর্গত নৈতিক বাধ্যবাধকতা আইনকে শক্তিশালী করে। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, প্রচলিত আইন ও শরঈ নীতির মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই; বরং শরয়ি নীতির নৈতিক কাঠামো যোগ হলে আইন অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনৈতিক সুশাসনের আলোচনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক দিকনির্দেশনা।

'কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা: ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে কিশোর অপরাধীর দায়বদ্ধতা বিষয়ে ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি আলোচনার দ্বার উন্মোচন করেছে। আধুনিক সমাজে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়াকে সাধারণত আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু গবেষণাটি দেখিয়েছে–এটি মূলত একটি সামাজিক ও মানসিক বিকাশগত সমস্যা। ইসলামি আইনে নাবালকের পূর্ণ ফৌজদারি দায় স্বীকৃত নয়; বরং তাকে শিক্ষা, নৈতিক দিকনির্দেশনা ও সংশোধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক আইনেও কিশোর আদালত, পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সংশোধনাগারের মাধ্যমে একই ধরনের উদ্দেশ্য অনুসরণ করা হচ্ছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিন্নতা প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়, বরং সংশোধন। তবে ইসলামি আইন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠনে অধিক গুরুত্ব দেয়, আর আধুনিক আইন মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা ও সামাজিক পুনর্বাসনে জোর দেয়। উভয়ের সমন্বয় ভবিষ্যতের মানবিক বিচারব্যবস্থার একটি কার্যকর মডেল হতে পারে।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৮৪ তম সংখ্যা শুধু গবেষণাপত্রের সংকলন নয়; বরং আমাদের বিচারবোধ পুনর্বিবেচনার আহ্বান। এ সংখ্যার আলোচনাগুলো সমষ্টিগতভাবে একটি বড় বাস্তবতা তুলে ধরে যে, ইসলামি আইন ও আধুনিক আইনকে সাংঘর্ষিক হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে একটি ভুল ধারণা; বরং উভয়ই মানবকল্যাণের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে কাজ করে। প্রবন্ধগুলোতে আধুনিক সময়ের ইসলামী গবেষণার নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে, যা পাঠকদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও অনুপ্রেরণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। আশা করা যায়, এই সংখ্যার প্রবন্ধসমূহ পাঠকদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করবে এবং বরাবরের মতই আদৃত হবে।

- প্রধান সম্পাদক